দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 16 JAN 2018
পৃষ্ঠা 8

প্রাথমিকে নোটের বিকল্প শিট

মেধা ধ্বংসের নতুন পাঁয়তারা

ড. শরীফ এনামুল কবির

মেধা ধ্বংসের এক ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে একটি মহল। তা কঠোর হাতে দমন করা প্রয়োজন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবুঝ শিক্ষার্থী যদি জ্ঞান অর্জন বাদ দিয়ে অনুসন্ধানের প্রয়োজন যেখানে সেখানে নোটবই, ভ্রান্তি পরিপূর্ণ শিট থেকে অনায়াসে পাসের প্রতিযোগিতার জন্য তৈরি হতে থাকে সে মহাসর্বনাশ ঠেকা দেবে কে

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে এখন মানসম্মত শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। গুণগত মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা পরবর্তী শিক্ষার মূল ভিত্তি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় সবচেয়ে বেশি। শিক্ষার প্রারম্ভিক পর্যায়টা সম্পন্ন করার পর শিক্ষার্থীদের অনেক ক্ষেত্রেই ছেড়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ শিক্ষার লাইন ভিন্ন করে দেওয়া হয়। কেউ কারিগরি বিষয় পড়ে, কেউ শেখে বিজ্ঞান বা কলা। এসব দেশে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার ভিতটা থাকে শক্তিশালী, মান থাকে উন্নত।

আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মান নিয়ে প্রশ্ন রয়ে গেছে, তা উতরে যাওয়ার উপায় নেই। এর শুরুটা শুরু দিয়েই। অর্থাৎ প্রাথমিক পর্ব থেকেই। সম্প্রতি বিভিন্ন গণমাধ্যমে এসব বিষয় নিয়ে একাধিক প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছে। আজকের লেখার আলোচ্য বিষয়টিকে সহজতর করে তুলে ধরার জন্য গণমাধ্যমের কিছু রেফারেন্স ব্যবহার করছি।

বর্তমানে প্রাথমিক পর্যায়ে বিস্ময়কর শিট-প্রথা চালু হয়েছে। রাজধানীর একটি প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে একটি প্রশ্নের শিটের কথা বলছি। প্রশ্নটি এরূপ– 'অধিক জনসংখ্যার ফলে সৃষ্ট দু'টি সমস্যা কী কী?' এ প্রশ্নের উত্তরে লেখা হয়েছে– 'অধিক জনসংখ্যার ফলে প্রধান দুই ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। যথা– ১. ময়লা ও আবর্জনা বেশি হয়। এর ফলে পরিবেশ দূষিত হয়। ২. বাসস্থানের সমস্যা হয়। বাসস্থানের জন্য অধিক ঘরবাড়ি তৈরি করতে হয়। রাস্তার পাশে বা খোলা জায়গায় বস্তি গড়ে ওঠে।' প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ে স্কুল থেকে যে শিট দেওয়া হয়েছে তাতে একটি প্রশ্ন হলো– 'তিনটি বারোমাসি ফলের নাম লিখ।' এর উত্তরে লেখা হয়েছে– 'মানুষ ফল খায়। ফল খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। আমাদের চারপাশে অনেক ফল পাওয়া যায়। কিছু ফল আমাদের দেশে বারো মাসই হয়। এসব ফলকে বারোমাসি ফল বলা হয়। যেমন পেঁপে, কলা এবং নারিকেল।' প্রাথমিক বিজ্ঞানবিষয়ক শিটে আরেকটি প্রশ্ন হলো– 'খাদ্য সংরক্ষণের দু'টি উপায় লিখ।' এ প্রশ্নের উত্তরে লেখা হয়েছে– 'শরীরের বৃদ্ধি এবং বেঁচে থাকার জন্য আমরা নানা রকমের খাবার খাই। ভালো তাজা খাবার আমাদের স্বাস্থ্য ভালো রাখে এবং শক্তি জোগায়। আবার বাসি-পচা খাবার আমাদের অসুস্থ ও দুর্বল করে। পোকা-মাকড় ও জীবাণু খাদ্যে মিশে গেলে খাবার নষ্ট হয়। জীবাণুর কারণে খাবার পচে যায়। খাদ্য যাতে নষ্ট না হয় সে জন্য খাদ্য সংরক্ষণ করা উচিত। খাদ্য সংরক্ষণের বিভিন্ন উপায় রয়েছে। যেমন– ১. শুকিয়ে : রোদে অথবা চুলার আগুনে শুকিয়ে খাদ্য সংরক্ষণ করা যায়। অনেক রকমের খাদ্য যেমন ফল, সবজি, মাছ, গোশত, শস্য এবং ডাল শুকিয়ে সংরক্ষণ করা হয়। ২. বোতলজাত/টিনজাত করে : খাদ্যদ্রব্য নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট সময় ধরে উত্তপ্ত করে বোতলে ভরে সংরক্ষণ করা যায়। ফল, সবজি, মাছ, গোশত, শস্য এবং ডাল শুকিয়ে সংরক্ষণ করা হয়।'

'পানিদূষণের তিনটি কারণ লিখ।' এর উত্তরে লেখা হয়েছে– 'আমাদের পৃথিবী মাটি ও পানিতে ঢাকা। পৃথিবীর উপরি ভাগের চার ভাগের প্রায় তিন ভাগই পানি। বেঁচে থাকার জন্য প্রাণী ও উদ্ভিদের পানির প্রয়োজন। পানি প্রাণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে ব্যবহার উপযোগী নিরাপদ পানির পরিমাণ খুবই কম। নানা কারণে পানি দূষিত হচ্ছে। পানিদূষণের তিনটি কারণ দেয়া হলো– ক. ক্ষতিকর বস্তু পানিতে মিশলে পানি দূষিত হয়। খ. পানিতে তেল, ময়লা ও আবর্জনা এবং অন্যান্য ক্ষতিকর বর্জ্য ফেললে পানি দূষিত হয়। গ. পানিতে গরু গোসল করানো ও কাপড় ধোয়ার কাজ করলে পানি দূষিত হয়।' 'আমরা কীভাবে পানি দূষণ রোধ করতে পারি?' এর উত্তরে লেখা হয়েছে– 'দূষিত পানি মানুষের ব্যবহারের জন্য নিরাপদ নয়। আমরা বিভিন্নভাবে পানিদূষণ রোধ করতে পারি। আমরা পানিতে ক্ষতিকর আবর্জনা ফেলা বন্ধ করতে পারি।'

রাজধানীর যে স্কুল থেকে তৃতীয় শ্রেণির বিভিন্ন বিষয়ের শিটে এভাবে উত্তর লিখে শিক্ষার্থীদের সরবরাহ করা হয়েছে, সে স্কুলটি ২০১২, ২০১৩ ও ২০১৪ সালে সমাপনী পরীক্ষায় সারা দেশে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এ রকম একটি স্কুলের পক্ষ থেকে সরবরাহ করা শিটের অবস্থা যদি এমন হয়, তাহলে অন্যান্য স্কুলের শিটের মান কেমন তা সহজেই অনুমেয়।

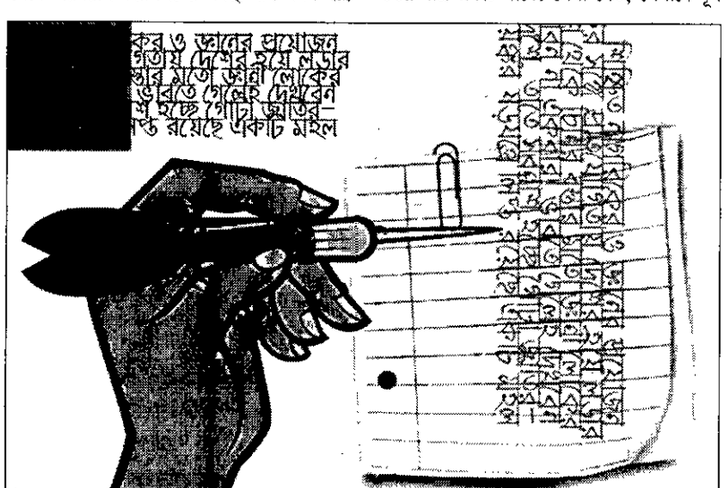

দৈনিক পত্রিকার ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রাজধানীর প্রায় সব নামকরা স্কুলে প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণি এমনকি চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্তও শিক্ষার্থীদের প্রতিটি পাঠ্যবইয়ের বিপরীতে শিট সরবরাহ করা হয়। এসব শিট এমনভাবে তৈরি করা হয়, যাতে সারা বছর শিক্ষার্থীদের মূল বই পড়তে হয় না বা পড়ার কোনো প্রয়োজনও হয় না। মূল বইয়ের প্রতিটি অধ্যায় ও বিষয় থেকে প্রশ্ন এবং উত্তর সাজিয়ে শিট তৈরি করা হয়, যা এক ধরনের নোট গাইডের বিকল্প। অভিভাবকরা সন্তানদের সেগুলো মুখস্থ করান। এসব শিট থেকেই যাবতীয় প্রশ্ন আসে পরীক্ষায়। ফলে শিটের বাইরে সারা বছর সরকারি পাঠ্যবইয়ের আর কোনো প্রয়োজনই হয় না তাদের।

অনেক অভিভাবক শিট সরবরাহ করায় খুশি হলেও অনেকে তীব্র ক্ষুব্ধ এভাবে মূল বই বাদ দিয়ে শিশু বয়সেই শিক্ষার্থীদের বিকল্প উপায়ে নোট গাইডনির্ভর করায়। অনেকে সবচেয়ে বেশি ক্ষুব্ধ শিটে প্রশ্নের যে উত্তর লেখা হয়েছে তার ধরন ও মান নিয়ে।

রাজধানীর নামকরা এ স্কুলটির তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষায় প্রতিটি বিষয়ে যে শিট সরবরাহ করা হয়েছে, তাতে প্রশ্নের উত্তর দেখে রীতিমতো চমকে ওঠার মতো অবস্থা। অনেক প্রশ্নের ক্ষেত্রেই সরাসরি উত্তর না লিখে আগে-পরে ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে অনেক বাহুল্য কথা লেখা হয়েছে। অনেক প্রশ্নের উত্তরে যা লেখা হয়েছে, তা আদৌ চাওয়াই হয়নি। যেসব প্রশ্নের উত্তর মাত্র একটি বাক্যে লেখা যেত, সেখানে মূল উত্তরে যাওয়ার আগে চার-পাঁচটি করে অতিরিক্ত বাক্য লেখা রয়েছে।

প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে লেখা বাহুল্য এসব কথা মুখস্থ করতে ও স্মরণে রাখতে বেগ পেতে হচ্ছে শিশুদের। প্রশ্নের উত্তর সরাসরি না থাকায় শিশুরা চট করে উত্তর মনে করে বলতে বা লিখতে পারছে না। প্রায় প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে শুরুতেই চার-পাঁচটি করে অপ্রাসঙ্গিক অতিরিক্ত বাক্য লেখা থাকায় সঠিক উত্তর মনে রাখতে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে শিশুর জন্য। তাই অনেক ক্ষেত্রে বাসায় যখন শিশুকে প্রশ্নের উত্তর বলতে বলা হচ্ছে, তখন চট করে উত্তর বলতে পারে না। মনে করার জন্য সময় নেয়। ভুলে যায়। ফলে তাকে বকাবকি এমনকি মারধরের মুখে পড়তে হয়। ক্লাসেও একই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় শিক্ষকের সামনে। আর পরীক্ষার খাতায় এসব উত্তর লেখার সময় মনে করতে অনেক সময় নেয়। অনেক সময় মনেই করতে পারে না। অথচ যদি প্রশ্নের উত্তর সরাসরি লেখা থাকত তাহলে প্রশ্ন শুনেই তারা উত্তর মনে করতে পারত। কিন্তু তা না করে যেভাবে প্রশ্নের উত্তর লেখা হয়েছে, তা শিশুদের জন্য মানসিক নির্যাতনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ ধরনের শিট শিশু ছাত্রছাত্রীদের মন ও মানসিকতা নষ্ট করে দেবে। স্কুলের যে শিক্ষকরা এসব শিট বা নোট তৈরি করেছেন, তাদের শিক্ষার্থীদের মেধা মূল্যায়ন বিষয়ে কোনো ধারণা নেই। যে প্রশ্নে তিনটি বারোমাসি ফলের নাম জানতে চাওয়া হয়েছে, সেখানে তিনটি ফলের নাম সরাসরি লিখে দেওয়াই ছিল উপযুক্ত। কিন্তু যদি এসব প্রশ্নের প্রতিটির মান ৫ করে হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে ওই প্রশ্নকর্তা হয়তো মনে করেছেন এত ছোট উত্তরে কীভাবে পুরো ৫ নম্বর দেওয়া যাবে। তাই ইনিয়ে-বিনিয়ে একটু বেশি লিখতে হবে। না হলে পুরো নম্বর দিতে তিনি অসুবিধা বোধ করেন। আবার অনেক শিক্ষক মনে করেন, বেশি লিখলে বেশি নম্বর। পাতা ভরানোই তাদের মূল কাজ। ফলে এ রকমটা হচ্ছে। সরাসরি প্রশ্নের উত্তরে যাওয়ার আগে তারা অনেকখানি করে ভূমিকা লেখা পছন্দ করেন।

আমাদের দেশে শিক্ষার মানোন্নয়নে নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়। প্রতিবছর এসব খাতে খরচ হয় অজস্র কোটি টাকা। তবে কাজের কাজ কী হচ্ছে, তার খোঁজ নেওয়ার কেউ নেই। আইন করে কখনো কখনো নোট বা গাইড বই এবং কোচিং বন্ধের নির্দেশনা দেওয়া হয়। তবে এরই মাঝে একশ্রেণির লোভী শিক্ষক বিকল্প পদ্ধতি খুঁজে ফেরেন। এর মাধ্যমে যে তারা জাতির অবিনাশী ধ্বংস বয়ে আনছেন, তাদের কে বোঝাবে? তাদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে একশ্রেণির অসাধু মুনাফালোভী ব্যবসায়ী এনসিটিবি। অবশ্য সেখানেও কেউ নেই খবরদারি করার। পাশের হার বৃদ্ধি যে শিক্ষার মান বৃদ্ধি নয়, শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির অর্থ যে জ্ঞানের পরিধি পরিমাণ বৃদ্ধি, মূর্খত্ব দূর করা– তা যেন সংশ্লিষ্ট সবাই ভুলে গেছেন। অভিভাবকরা প্রতিযোগিতায় নেমেছেন মোহর আলীর ছেলে 'গোল্ডেন-এ' পেয়েছে তো আমার মেয়েকেও তাই পেতে হবে। কেন পাবে না? কিনে আনব প্রয়োজনে। আজকাল দেশে মূর্খের সংখ্যা এমন বেড়েছে যে, কথায় কথায় বলে ফেলে 'ভাই যদি কিছু লাগে বলবেন'। নিজে নষ্ট হয়েছে, অন্যকেও নষ্ট করার কাজে নিয়োজিত থাকে তারাই। বিদ্যা যে কেনার মতো বস্তু নয়, হীরা, সোনা, জামাকাপড়, খাট-পালঙ্কের তো বস্তু নয়, এই বাস্তব সত্যটি অনুধাবনের যোগ্যতা আমরা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছি। যে দেশে সার্টিফিকেট কিনতে পাওয়া যায় (কতিপয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে শোনা যায়) সে দেশে জ্ঞান কী ভাতের সঙ্গে খাবে নাকি লোকে? ব্যক্তি সার্টিফিকেট কিনতে পারে, চাকরি কিনতে পরে, পারমিট লাইসেন্স কিনতে পারে, আলু-পটোল সবই কিনতে পারে, তা কিনুক তার তো জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। কিন্তু জাতির কী জ্ঞানী, শিক্ষিত নাগরিকের ও জ্ঞানের প্রয়োজন নেই? আন্তর্জাতিক শক্তির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দেশের হয়ে লড়ার জন্য কী আমরা বিদেশ থেকে চিনির বস্তার মতো জ্ঞানী লোকের জন্য এলসি খুলব? ভাবুন না একবার! ভাবতে গেলেই দেখবেন যে, পাঠদান চলছে দেশে, তাতে সর্বনাশ হচ্ছে গোটা জাতির– মেধা ধ্বংসের এক ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে একটি মহল। তা কঠোর হাতে দমন করা প্রয়োজন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবুঝ শিক্ষার্থী যদি জ্ঞান অর্জন বাদ দিয়ে অনুসন্ধানের প্রয়োজন যেখানে সেখানে নোটবই, ভ্রান্তি পরিপূর্ণ শিট থেকে অনায়াসে পাশের প্রতিযোগিতার জন্য তৈরি হতে থাকে সে মহাসর্বনাশ ঠেকা দেবে কে?

□ ড. শরীফ এনামুল কবির, সদস্য, বাংলাদেশ–পাবলিক সার্ভিস কমিশন
সাবেক উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
skabir_ju@yahoo.com